গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা-৬ শাখা

...

সভাপতি	মো. মশিউর রহমান এনডিসি সচিব
সভার তারিখ	২৫ অক্টোবর ২০২১।
সভার সময়	বিকাল ৩.০০ ঘটিকা।
স্থান	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং-০৭), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের স্বাক্ষরের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

২.০ উপস্থাপনা ও আলোচনা:

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে কার্যক্রম শুরু করেন। আতঃপর তিনি সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক জনাব জাহেদুল হক চৌধুরী-কে আহবান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভাটি সরাসরি ও জুম প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্যসূচি-১: পূর্ববর্তী সভার (২য় সভার) কার্যবিবরণী পঠন ও দৃঢ়িকরণ:

পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী পঠন ও দৃঢ়িকরণ করা হলো। প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি:

আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
ভূমি অধিগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান	সংশোধিত ডিপিপিতে জমি অধিগ্রহণ খাতে সাপোর্টিং ডকুমেন্টের ভিত্তিতে অতিরিক্ত বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।	অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে এবং সেটি ভূমি অধিগ্রহণ খাতে প্রদান করা হয়েছে।
ভূমি উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ	সংশোধিত ডিপিপিতে জমি অধিগ্রহণ খাতে সার্পোটিং ডকুমেন্টের ভিত্তিতে অতিরিক্ত বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।	অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
ভবন ও স্থাপনা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ	সংশোধিত ডিপিপিতে জমি অধিগ্রহণ খাতে সার্পোটিং ডকুমেন্টের ভিত্তিতে অতিরিক্ত বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।	অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ	সুস্পষ্ট যৌক্তিকতা প্রদর্শন সাপেক্ষে সংশোধিত ডিপিপিতে প্রশিক্ষণখাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।	একই বাজেট বরাদ্দে ১৫টি ট্রেডের প্রশিক্ষণ ব্যাচ কমিয়ে গাভী প্রাপ্ত সুফলভোগীদের ২ দিনের প্রশিক্ষণ ২৫০০০ জন্য মধ্যে ৯৮০০ জনকে দেয়ার ব্যবস্থা সংশোধিত ডিপিপিতে করা হয়েছে।
বিবিধ	প্রকল্পের যন্ত্রপাতি বুঝে নেয়া ও টেস্টিং কমিটি গঠন করতে হবে। প্রকল্পের সব ধরণের ক্রয়ের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে এবং ইজিপি ক্ষেত্রে রিভিউয়ার হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।	প্রকল্পের সব ধরণের ক্রয়ের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সদস্য হিসাবে রাখা হয়েছে।

আলোচ্যসূচি-২: ১১ অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি আলোচনা:

২.১। প্রকল্পটি মোট ২০৩২৪.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যায়ে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পের অনুকূলে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মোট অবমুক্ত করা হয়েছে ৬১২০.৬৩লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে৫০৭৫.১৩ লক্ষ টাকা যা অবমুক্তের ৮২.৯২% এবং প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ২৪.৯৭%।

২.২। প্রকল্পের ২৫,০০০ হাজার সুফলভোগী বাছাইকরণের লক্ষ্যে মোবাইল এ্যাপ (mobile app)ব্যবহারের মাধ্যমে বেইজলাইন সার্ভের কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক সম্পাদিত 'খানা জরিপ ২০১৬' (Household Income and Expenditure Survey' 2016) মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত তালিকার ভিত্তিতে জরিপ কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৮৪ টির ইউনিয়নের মধ্যে ৬৮ টি ইউনিয়নের জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২.৩। কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলায় ৩৩টি ইউনিয়নে মোট ৮০৭০ জন সুফলভোগীর নিকট ৮০৭০ টি গাভী হস্তান্তর করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে গাভী বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৮১০১ টি।

২.৪। গবাদিপশুর টিকা বাবদ ৩৫০/- ও ৬ মাসের জন্য ৫০০/- করে খাদ্য সহযোগিতা ৫৩৯৬ জনকে প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরেটিকা ও খাদ্য সহযোগিতার লক্ষ্যমাত্রা ৮৩৮০ জন।

২.৫। ৫৬টি ব্যাচে মোট ৩৫৭০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

২.৬। মৎস্য চাষ প্রযুক্তি প্রদর্শনীর উপকরণ ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় এবং ৮টি উপজেলায় উপজেলা মৎস্য অফিসারের মাধ্যমে সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

২.৭। কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কেন্দ্র (এপিএম) স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণের বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ:

জেলা	উপজেলা	অধিগ্রহণের বর্তমান অবস্থা
জামালপুর	ইসলামপুর	ভূমির দখল হস্তান্তরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।
	মেলান্দহ	চূড়ান্ত প্রাক্কলন পেয়ে অর্থ জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। দ্রুত দখল পাওয়া যাবে।
	মাদারগঞ্জ	চূড়ান্ত প্রাক্কলন পেয়ে অর্থ জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে।দ্রুত দখল পাওয়া যাবে।
	দেওয়ানগঞ্জ	অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান
কুড়িগ্রাম	রাজারহাট	ভূমির দখল হস্তান্তরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।
	উলিপুর	
	নাগেশ্বরী	
	চিলমারী	

২.৮। ভূমি উন্নয়নের ই টেন্ডার ও কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। এপিএম ইউনিটের ভবন তৈরীর টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

২.৯। একাডেমীর বুল স্টেশনের জন্য ১০টি বুল সংগ্রহের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে আমদানীর অনুমোদন না পাওয়ায় এখন পর্যন্ত বুল সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান খাতের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	ডিপিপি অনুযায়ী			শুরু থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২১-২২ অর্থ বছরে বরাদ্দ		২০২১-২২ অর্থ বছরে ১১ অক্টোবর,২১ পর্যন্ত অগ্রগতি		শুরু থেকে 11অক্টোবর, ২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	অংগের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	জনবল	২০৭.৮৩	২৯	১৪৪.৫৩	২৯	৬৬.২৬	২৯	১৮.৯২		১৬৩.৪৫ (৭৯%)	২৯ (১০০%)
২	ওভারহেড	১৩৪.০০		৬৩.৭৮		৫৩.৮৬		২.৮৬		৬৬.৬৪১ (৫০%)	
৩	অফিস ভবন ভাড়া	৭০.০০	৮	৩৬.৯১	৮	২০.২২	৮	৫.৩৪	৮	৪২.২৫ (৬০%)	৮ (১০০%)

৪	প্রশিক্ষণ	১,০২৫.৫০	৮০২০	১১১.৭৭	২৭৯০	৪২৭.১৮	৩৬৯৩	১৮.৫৪	৫৬০	১৩০.৩১ (১৩%)	৩৩৫০ (৪২%)
৫	সেমিনার/ওয়ার্কসপ	১২.০০	২	৮.৯৯	১	৩.০১	১			৮.৯৯ (৭৫%)	১ (৫০%)
৬	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	১০.০০		৬.৬৫		২.৭০		০.৪৯		৭.১৪ (৭১%)	
৭	জরিপ ও মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	১০.০০		৬.৪৯		৩.০১		-		৬.৪৯ (৬৫%)	
৮	গবাদিপশুর টিকা ও খাদ্য	৮৩৭.৫০	২৫০০০	১৮০.৭৭	৫৩৯৭	২৮০.৭৬	৮৩৮০	-		১৮০.৭৭ (২২%)	৫৩৯৭ (২১.৫৯%)
৯	কৃত্রিম প্রজননের জন্য উন্নত ষাঁড়	১২০.০০	১০			১২০.০০	১০	-		০.০০ (০%)	০ (০%)
মোট (আবর্তক ব্যয়)		২,৪২৬.৮৩	৩৩০৬৯	৫৫৯.৮৯	৮২২৫	৯৭৭.০০১	২১২১	৪৬.১৫	৫৬৮	৬০৬.০৪	৮৭৮৫
	মূলধন ব্যয়ঃ										
১০	ভবন ও স্থাপনা	২,৬০২.০৬	১৬	-		১,১০২.০৬	৪	-	-		
১১	মোটর যানবাহন	৮৩.৬৪	২৩	৮৩.৬৪	২৩			-	-	৮৩.৬৪ (১০০%)	২৩ (১০০%)
১২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৪০.০০		১৯.০৯		২০.০১		-	-	১৯.০৯ (৪৮%)	
১৩	আসবাবপত্র	৬০.০০		২৩.৮৮		২৫.০০		-	-	২৩.৮৮ (৪০%)	
১৪	যন্ত্রপাতি (কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ সেন্টারের জন্য)	২,৯০৩.৭০	৫৬	১০.০০	৫	৮১৩.৭০	৩৩	-	-	১০.০০ (০%)	৫ (৯%)
১৫	গবেষণা ও উন্নয়ন	১,২৬৪.০৪	৪০	২৯.৭৭	১	৪৬৪.৭২	১৪	-	-	২৯.০০ (২%)	১ (৩)
১৬	ভূমি অধিগ্রহন	৭৬৮.০০	৮	৬২৭.৮৯	৭	২৬৮.০০	১	-	-	৬২৭.৮৯ (৮২%)	৭ (৮৮%)
১৭	ভূমি উন্নয়ন	১২০.৮০	৮			১০৪.৮০	৭	-	-		
১৮	প্রকল্প অনুদান (গরু বিতরণ)	১০,০০০.০০	২৫০০০	৩,৬৮৯.২০	৯২২৩	৩,২৪০.৪৭	৮১০১	-	-	৩৬৮৯.২০ (৩৭%)	৯২২৩ (৩৭%)
১৯	সৌর বিদ্যুৎ	৫৫.২৪	৫০			৫৫.২৪	৫০	-	-		
মোট (মূলধন ব্যয়)		১৭,৮৯৭.৪৮	২৫২০১	৪,৪৮৩.৪৭	৯২৫৯	৬,০৯৪.০০	৮২১০	-	-	৪৪৮৩.৪৭	৯২৫৯
সর্বমোট=		২০,৩২৪.৩১	৫৮২৭০	৫,০৪৩.৩৬	১৭৪৮৪	৭,০৭১.০০	২০৩৩	১৪৬.১৫	৫৬৮	৫০৮৯.৫১ (২৫%)	১৮০৫২ (৩১%)

আলোচ্যসূচি-৩: প্রকল্প সম্পন্ন হবার পর এপিএম ইউনিটগুলো আরডিএ, বগুড়ার নিকট হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনা:

প্রকল্প সম্পন্ন হবার পর জামালপুর জেলার ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলায় একটি করে ও কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী, উলিপুর, নাগেশ্বরী ও রাজারহাট উপজেলায় একটি করে সর্বমোট স্থাপিত আটটি (৮) এপিএম ইউনিট, প্রকল্প শেষে এ পিএম ইউনিট গুলো বেসরকারী খাত স্থানীয় সরকার/ এনজিও এর সাথে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালনার কথা বলা আছে এবং ইউনিটগুলোর মালিকানা হবে সরকার তথা আরডিএ, বগুড়া। এমতাবস্থায় এপিএম ইউনিটগুলো নির্মান শেষে আরডিএ, বগুড়ার নিকট হস্তান্তরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত : এপিএম ইউনটি স্থাপনের পর কুড়িগ্রাম জেলার ৪টি ইউনিটের মালিকানা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর বরাবর এবং জামালপুর জেলার ৪টি ইউনিটের মালিকানা শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি জামালপুর বরাবর হস্তান্তর করতে হবে। এপিএম ইউনিটি স্থাপনে আরডিএ, বগুড়া টেকনিক্যাল সুপারভিশন করবে।

আলোচ্যসূচি-৪: ৮টি বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণের স্থান নির্বাচনের সম্পর্কে আলোচনা:

ডিপিপিতে ৮টি বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ বরাদ্দ আছে। কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থানীয় কৃষক দল/সমবায় সমিতি দ্বারা পরিচালিত হবে।কিন্তু স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে এপিএম ইউনিটের কথাও বলা আছে।এপিএম ইউনিটগুলো লোকালয় থেকে কিছুটা দূরে এবং গ্যাস উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে কি ব্যবহৃত হবে তা বলা নেই।এমতাবস্থায় এপিএম ইউনিটের ভিতরে বায়োগ্যাস প্লান্ট

নির্মান করা হলে অব্যবহৃত থাকার সম্ভাবনা বেশী। এমতাবস্থায় স্থান নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত : বায়োগ্যাস প্লান্ট এর স্থান নির্বাচনে এপিএম ইউনিট সংলগ্ন স্থান প্রথম গুরুত্ব পাবে ছোট আকারে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করার চেষ্টা করতে হবে।কোন কারণে ফিজিবল না হলো বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা যাবেনা।

আলোচ্যসূচি-৫: ৫০টি সোলার লাইট স্থাপনে স্থান নির্বাচনের সম্পর্কে আলোচনা:

ডিপিপিতে ৫০টি সোলার লাইট স্থাপন বরাদ্দ আছে। কিন্তু স্থান নির্বাচনের বিষয়ে তেমন কিছু বলা নাই। স্থান নির্বাচনের প্রক্রিয়া স ম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত : যে সমস্ত সুবিধাভোগী ভালভাবে গরু পালন বা মাছ চাষে সফলতা পাবে তাদের বসতবাড়ি সংলগ্ন স্থানে সোলার লাইট স্থাপন করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৬: টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গরু ক্রয়ের ব্যাপারে আলোচনা:

কমিটি গঠনের মাধ্যমে গরু ক্রয় ক্রয়ের ব্যাপারে ডিপিপিতে নির্দেশনা আছে কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি খুবই জটিল।সময়মত সংশ্লিষ্ট সবার কাঙ্খিত সহযোগিতা অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না।এমতাবস্থায় টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গরু ক্রয় করলে শ্রম ও সময় কিছুটা সাশ্র য় হতে পারে। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত : টেন্ডার এর মাধ্যমে গরু ক্রয় করার সুযোগ নাই। এক্ষেত্রে হাট থেকে সরাসরি গরু বাছাই করে ক্রয় করত: বিতরণ করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৭: মেলান্দহ উপজেলার এপিএম ইউনিট শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, জামালপুরের জম ির সংগে মিলিয়ে করার অনুমোদন বিষয়ে আলোচনা:

মেলান্দহ উপজেলার জন্য এপিএম ইউনিট স্থাপনের জায়গা অধিগ্রহণ শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, জামালপুরের জমির সাথ ে লম্বা আকারে অধিগ্রহণ করা হয়েছে (যা ৪৪০ ফুট লম্বা এবং ৫০ ফুট চওড়া)।শুধুমাত্র এ জমিতে এপিএম ইউনিট তৈরী সম্ভব নয়। শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, জামালপুরের সংগে মিলিয়ে এটি করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত : মেলান্দহ উপজেলায় এপিএম ইউনিট শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমির ভিতরে মিলিয়ে লেআউটে স্থাপন করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৮: প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি বিষয়ক আলোচনা:

গত ৩ (তিন) বছরে এ প্রকল্পের অগ্রগতি ২৪%। করোনার কারণে কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হয়।এ বছরের বরাদ্দ সম্পূর্ণ ব্যয় হলেও অগ্রগতি ৬০% এর বেশী হবেনা।তাই প্রকল্পের মেয়াদ কমপক্ষে আরো ২ (দুই) বছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত :প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৯: এপিএম ইউনিটের সীমানা প্রাচীর ডিপিপিতে বরাদ্দ নেই:

অবকাঠামো এবং এর যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার স্বার্থে এখাতে বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত : এপিএম ইউনিটের বাউন্ডারী ওয়াল, গেট ও মাটি ভরাটের জন্য প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির সময় ডিপিপি'তে বরাদ্দ রাখতে হবে।

আলোচ্যসূচি-১০: ক্যাটেল ইন্স্যুরেন্স (বীমা):

সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত গরুর মৃত্যুজনিত ক্ষতি/ বিক্রয় করা রোধ কল্পে প্রতিটি গরু বীমার আওতায় আনার লক্ষ্যে বীমার অর্থ গরুর ক্রয়মূল্য হতে কর্তন অথবা সুফলভোগীদের নিকট হতে সংগ্রহ করলে বীমার আওতায় আনা সম্ভব। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত :ক্যাটেল ইন্সুরেন্স করার জন্য প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির সময় ডিপিপি'তে বরাদ্দ রাখতে হবে।

আলোচ্যসূচি-১১: প্রকল্পের গবেষণা ও উন্নয়ন খাত নিয়ে আলোচনা:

প্রকল্পের গবেষণা ও উন্নয়ন কোডে মোট বরাদ্দ আছে ১২৬৪.০৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু বাজেটে দেখা যায় কিছু যন্ত্রপাতি এবং মালামাল ক্রয়ের

টাকা আছে। কে গবেষণা করবে বা কি বিষয়ে গবেষণা তা সুনির্দিষ্ট নয়।

ক) তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গবাদী পশু পালন ও উন্নয়ন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ। বরাদ্দ = ৩৬৯.২৮ লক্ষ টাকা। e-Livestock Health and Management (Apps, Smart Phone) with LSP and other) । বাজেট বর্ণনা মতে আট উপজেলায় আটটি Apps ধরা হয়েছে। Apps একটি তৈরী করতে হবে এবং সেটি দ্বারা সবকটি উপজেলার ডাটা ব্যবস্থাপনা করা যাবে।এলএসপি (লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার) দের সম্মানী কোন্ খাত থেকে আসবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ে এসএসপি সৃষ্টি, খাতে ৩২২.৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে, সেখান থেকে এলএসপিদের সম্মানী দেয়া যেতে পারে। প্রকল্প শেষে এলএসপি ও অন্যান্যদের প্রদানকৃত স্মার্টফোন কি করা হবে সে ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

খ) গবাদী পশুর খাদ্য তৈরী (সাইলেজ এবং চপিং) / ক্রয় সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণ (ডিপিপি সংযোজনী-১৬) বরাদ্দ = ২২৭.২০ লক্ষ টাকা। এ খাতে চপিং মেশিন ক্রয় ও খাদ্য ক্রয়ের টাকা আছে। গবেষণা কিসের উপর হবে কে করবে এব্যাপারে কোন দিক নির্দেশনা নাই। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

গ) দুগ্ধ পন্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা বিষয়ক কর্মকান্ডের উন্নয়ন ও গ্রুপ পর্যায়ে সম্প্রসারণ (ডিপিপি সংযোজনী-১৭)বরাদ্দ = ১৬০.০০ লক্ষ টাকা। এ খাতে দুধ পরিবহন ও পরীক্ষার জন্য উপকরণ ক্রয়ের টাকা আছে। প্রকল্প শেষে মালামালগুলো কোথায়/কার দায়িত্বে রাখা হবে তা নির্দিষ্ট নয়। গবেষণা কিসের উপর হবে, কে করবে এব্যাপারে কোন দিক নির্দেশনা নাই। এব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

ঘ) স্থানীয় পর্যায়ে এলএসপি (লোকাল সার্ভিস প্রোভাইডার) সৃষ্টি। প্রতি ইউনিয়নে গবাদিপশুর জন্য ২ জন এবং ১৬টি মৎস্য খামারের জন্য ১৬ জন মোট ১৮২ জন। বরাদ্দ = ৩২২.৫৬ লক্ষ টাকা। প্রশিক্ষণ দিয়ে এলএসপি তৈরী করা হয়েছে। তাদের নিকট সার্ভিস নেয়া এবং তার বিনিময়ে সম্মানী দেয়ার ব্যাপারে ডিপিপিতে বলা নাই। যেহেতু গবেষণা খাতের টাকা, গবেষণা কিসের উপর হবে, কে করবে এব্যাপারে কোন দিক নির্দেশনা নাই। এব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত : প্রকল্পের গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য গবেষণা প্রস্তাব আহবান করতে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে সাথে যোগাযোগ করে গবেষণা ক্ষেত্র ঠিক করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-১২: বিবিধ:

১) গরু বিতরণ কার্যক্রমে সমস্যা/বাধা দূর করার জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক, উপজেলা চেয়ারম্যান/ জন প্রতিনিধি ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সমন্বয়ে Webinar আয়োজন করতে হবে।

২) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়/অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রকল্প এলাকা বেশি বেশি পরিদর্শন করতে পারেন।

৩) প্রকল্প সমাপ্তিতে প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ সরাসরি নিয়মানুযায়ী হস্তান্তর করতে হবে।

১৩। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত ও Zoom Platform-এ অংশগ্রহণকারি সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মো. মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব

স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৪৫.১৪.০০১.২১.৪৫

তারিখ: ১৯ কার্তিক ১৪২৮
০৪ নভেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৩) সদস্য (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন

৫) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
৭) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৮) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
৯) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর
১০) যুগ্মপ্রধান , এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
১১) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১২) মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১৩) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর
১৪) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম
১৫) উপপরিচালক , প্রশাসন অধিশাখা , কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১৬) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), এপিএ সেল, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১৭) উপসচিব, উন্নয়ন শাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১৮) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১৯) সিস্টেম এনালিস্ট , আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
২০) প্রকল্প পরিচালক , প্রকল্প পরিচালক , পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা
উপসচিব